PRINT

সমকাল

বালিয়াকান্দিতে এক নামে দুই বিদ্যালয়

১২ ঘণ্টা আগে

সৌমিত্র শীল চন্দন, রাজবাড়ী

বালিয়াকান্দি উপজেলার বহরপুর ইউনিয়নে এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে 'ইকরজানা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামে গড়ে উঠেছে দুটি স্কুল। এর মধ্যে একটি ২০০৯ সালে, অন্যটি ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠাতা উভয়পক্ষই ২০০৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠার দাবি করেছে। বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে।

এলাকাবাসী জানায়, উপজেলার বহরপুর ইউনিয়নের ইকরজানা গ্রামে ২০০৯ সালে মাহবুবুর রহমান লাল মিয়া তার নিজের জমিতে ইকরজানা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১২ সাল থেকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে শিক্ষার্থীরা। বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গেছে।

২০১৬ সালের ২০ ডিসেম্বর হঠাৎ করেই এ স্কুলের অনতিদূরে আরেটি ঘর তুলে একই নামে সাইনবোর্ড টানানো হয়। ওই সময় প্রথম প্রতিষ্ঠা হওয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামীমা খাতুন এ বিদ্যালয়ে যোগ দেন। ইকরজানা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ করেন। তৎকালীন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আশরাফুল হক সরেজমিন গিয়ে এর সত্যতা পেলে নতুন নামে বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেন। যদিও সরকারি নিয়ম অনুযায়ী দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোনো নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ নেই। এখনও দুটি স্কুলই চলমান। ভাগ হয়ে গেছে ছাত্রছাত্রী।

২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়া ইকরজানা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, এ এলাকায় কোনো স্কুল ছিল না। বিষয়টি চিন্তা করে আমি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিই। ২০০৯ সালে আমার ৩৩ শতাংশ জমি স্কুলের জন্য দান করে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে এ স্কুলের অনতিদূরে হঠাৎ করেই একই নামে আরেবটি স্কুল গড়ে ওঠে। ওই সময় আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে প্রলোভন দেখিয়ে ওই স্কুলে নেওয়া হয়। আমি তাৎক্ষণিক এর প্রতিবাদ করি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করি।

২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন মণ্ডল বলেন, ২০০৯ সালে আমরাই ইকরজানা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করি। তবে কার জমিতে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটি বলতে পারব না। ২০১৬ সালে আইনদ্দিন মণ্ডলের কাছ থেকে ছয় লাখ ৮০ হাজার টাকায় ৩৩ শতাংশ জমি কিনে স্কুলটি সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। বর্তমানে আমাদের স্কুলে ছাত্রছাত্রী ১০৩ জন। শিক্ষক রয়েছেন চারজন।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সিরাজুল ইসলাম বিশ্বাস বলেন, আমরা ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিকে ইকরজানা পশ্চিমপাড়া নামে বই দিয়েছি। প্রধান শিক্ষক হিসেবে শামীমা খাতুন তার নির্ধারিত প্যাডে ইকরজানা পশ্চিমপাড়া নামে শিক্ষা অফিস থেকে বই গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২০১৬ ও ২০১৭ সালে আলাউদ্দিন মণ্ডল প্রধান শিক্ষক হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ডিআর সংশোধনীর জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেন। এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুম রেজা বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে বলা হয়েছে।

তবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসনে ইয়াসমীন করিমী বলেন, বিষয়টি তার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com